"মিষ্টি বাচ্চারা - চুপ থাকাও অনেক বড় গুণ, তোমরা চুপ থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে অনেক উর্পাজন জমা করতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাণী (কথা) র্কম সন্ন্যাসকে সিদ্ধ করে, যেই বাণী তোমরা বলতে পারো না ?

*উৎতরঃ - ড়রামাতে থাকলে করে নেবো --- বাবা বলেন, এ তো র্কম সন্ন্যাস হয়ে গেলো । তোমাদের তো অবশ্যই র্কম করতে হবে । বিনা পরিশ্রমে (পুরুষার্থ) জল পাওয়াও সম্ভব নয়, তাই ড়রামা বলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না । নতুন রাজধানীতে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হলে খুব পুরুষার্থ করো ।

ওম্ শান্তি । সবার প্রথমে বাচ্চাদের সাবধান করা হয় যে, বাবাকে স্মরণ করো আর উৎতরাধিকারকে স্মরণ করো । "মন্মনাভব" । এই শব্দও ব্যাসদেব লিখেছিলেন । বাবা তো সংস্কৃততে বোঝাননি । বাবা তো হিন্দীতেই বোঝান । তিনি বাচ্চাদের বলেন যে, বাবাকে আর উৎতরাধিকারকে স্মরণ করো । এ হলো নতুন কথা । এ হলো সহজ শব্দ যে - হে বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো । লৌকিক বাবা এমন বলবেন না যে, হে বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এ হলো নতুন কথা । বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো । বাচ্চারা এও বুঝতে পারে যে, আৎমাদের পিতা তাঁর আৎমারূপী বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন । প্রতি মুহূর্তে বাচ্চাদের বলা যে, বাবাকে স্মরণ করো, এ শোভা দেয় না, যেহেতু বাচ্চারা জানে যে, আমাদের দায়িৎব হলো আৎমিক বাবাকে স্মরণ করা, তাহলেই আমাদের বির্কম বিনাশ হবে । বাচ্চাদের নিরন্তর এই স্মরণ করার প্রয়াস করা উচিত । এই সময় কেউই নিরন্তর স্মরণ করতে পারে না, এতে সময় লাগে । এই বাবা বলেন, আমিও নিরন্তর স্মরণ করতে পারি না । ওই অবস্থা পরের দিকে হবে । বাচ্চারা তোমাদের প্রথম পুরুষার্থ হিসাবে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । শিববাবার থেকে উৎতরাধিকার পাওয়া যায় । এ হলো ভারতবাসীদের কথা । এই দৈবী রাজধানীর স্থাপনা হয়, আর যারা র্ধম স্থাপন করে, তাতে কোনো অসুবিধা হয় না, এর পিছনে পিছনে আসতে থাকে । এখানে যাঁরা দেবী - দেবতা র্ধমের, তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা উৎথান করাতে হয় । এতে পরিশ্রম লাগে । গীতা, ভাগবত শাস্ত্রের একথা নেই যে, বাবা সঙ্গম যুগে এসে রাজধানী স্থাপন করেন । গীতাতে লেখা আছে যে, পান্ডবরা পাহাড়ে চলে গিয়েছিলো, প্রলয় হয়েছিলো....ইৎযাদি ইৎযাদি । বাস্তবে এমন কিছুই তো হয় নি তোমরা এখন ২১ জন্মের জন্য পড়ছো । অন্যান্য স্কুলে এখানকার জন্যই পড়ানো হয় । সাধু - সন্ত ইৎযাদি যাঁরাই আছেন, তাঁরা ভবিষ্যতের জন্যই পড়ান, কেননা তাঁরা মনে করেন, আমরা শরীর ৎযাগ করে মুক্তিধামে চলে যাবো, ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবো আৎমা পরমাৎমার সাথে মিশে যাবে । তাহলে সেও হলো ভবিষ্যতের জন্য, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য পড়ান একমাৎর এই আধ্যাৎমিক পিতা । দ্বিতীয় আর কেউই নয় । এমন মহিমাও আছে যে, সকলের সদগতিদাতা একজনই । ওদের সে'গুলো অযর্থাথ হয়ে যায় । এই বাবাই এসে বোঝান । তারাও সাধনা করে, কিন্তু ব্রহ্মতে লীন হওয়ার সাধনা হলো অযর্থাথ । কেউই তো লীন হবে না । ব্রহ্ম হল মহাতৎৎব, কোনো ভগবান নয় । এ সবই হলো ভুল । মিথ্যাখন্ডে সব মিথ্যাবাদীরা থাকে । সৎযখন্ডে থাকে সৎযবাদীরা । তোমরা জানো যে, ভারতেই সৎযখন্ড ছিলো, এখন তা মিথ্যাখন্ড । বাবাও ভারতেই আসেন । মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু এ কথা জানেই না যে, শিব এসেই ভারতকে সৎযখন্ড বানিয়েছিলেন । ওরা মনে করে তিনি আসেনই না । তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক । কেবল মহিমা গাওয়া হয় পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর । তাই এমনিই তোতারপাখির মতো বলে দেয় । বাবা এসেই বোঝান । মানুষ কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করে । গীতা জয়ন্তীও পালন করে । বলা হয়, কৃষ্ণ এসে গীতা শুনিয়েছিলেন । শিব জয়ন্তী সম্বন্ধে কেউই জানে না যে, শিব এসে কি করেছিলেন । আসবেনই বা কিভাবে ? যখন বলা হয়, তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক । বাবা বলেন, আমিও বসে বাচ্চাদের বোঝাই, তারপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায় । বাবা নিজেই বলেন যে, আমি এসে ভারতকে আবারও স্বর্গ বানাই । কেউ তো পতিত পাবন হবেন, তাই না । মুৎয হলো ভারতের কথা । ভারতই পতিত । ভারতেই পতিত পাবনকে ডাকা হয় । মানুষ নিজেই বলে - বিশ্বে শয়তানের রাজৎব চলছে । মানুষ বোম্ব ইৎযাদি বানাতে থাকে । এতে বিনাশ হয় । মানুষ এ'সব তৈরী করছে, যেন তারা রাবণের থেকে প্রেরণা পেয়েছে । রাবণের রাজ্য কবে শেষ হবে ? ভারতবাসী বলবে, যখন কৃষ্ণ আসবেন । তোমরা বোঝাও যে, এখন শিববাবা এসেছেন । তিনিই হলেন সকলের সদগতিদাতা । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । এই শব্দ দ্বিতীয় আর কেউই বলতে পারে না । বাবাই বলেন, আমাকে স্মরণ করলে খাদ দূর হবে । তোমরা সতোপ্রধান ছিলে । এখন তোমাদের আৎমায় খাদ জমা হয়েছে । এই খাদ স্মরণের দ্বারাই দূর হবে, একে স্মরণের যাৎরা বলা হয় । আমিই হলাম পতিত পাবন । আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বির্কম বিনাশ হবে । একে যোগ অগ্নি বলা হয় । সোনাকে আগুনে দিয়ে তার থেকে খাদ বের করা হয় । আবার সোনাতে খাদ মেশানোর জন্যও তা আবার আগুনে দিতে হয় । বাবা বলেন, সেটা হলো কাম চিতা । আর এ হলো জ্ঞান চিতা । এই যোগ অগ্নির দ্বারা খাদ দূর হবে আর তোমরা কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার উপযুকত হয়ে যাবে । কৃষ্ণ জয়ন্তীতে কৃষ্ণের আরাধনা করা হয় । তোমরা জানো যে, কৃষ্ণও বাবার থেকে উৎতরাধিকার পায় । কৃষ্ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন । বাবা কৃষ্ণকে এই পদ প্রাপ্ত করিয়েছেন । রাধা - কৃষ্ণই আবার লক্ষ্মী - নারায়ণ হয় । রাধা - কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করা হয় । লক্ষ্মী - নারায়ণের কথা কেউই জানে না । মানুষ সর্ম্পূণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো, তাই তোমাদের অন্যদেরও বোঝাতে হবে । প্রথম-প্রথম জিজ্ঞেস করতে হবে যে, গীতাতে

যা বলা আছে - মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো, এই কথা কে বলেছেন ? ওরা মনে করে কৃষ্ণ বলেছেন । তোমরা জানো যে, ভগবান নিরাকার । তাঁর থেকেই উচ্চ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত পাওয়া যায় । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাৎমাই । তাঁর মতই অবশ্যই শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হবে । সেই একের শ্রীমতেই সকলেরই সদগতি হয় । ব্রহমা - বিষ্ণু - শঙ্করকেও গীতার ভগবান বলা যাবে না । ওরা আবার শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবান বলে দেয় । এতে সিদ্ধ হয় যে, কোথাও অবশ্যই ভুল আছে । তোমরা বুঝতে পারো, মানুষের এ অনেক বড় ভুল । রাজযোগ তো বাবাই শিখিয়েছেন, তিনিই হলেন পতিত - পাবন । যতো বড় - বড় ভ্রান্তি আছে, তার উপর জোর দিতে হবে । এক তো ঈশ্বরকে সর্ববযাপী বলা, দ্বিতীয় আবার, কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলা, কল্প লাখ বছরের বলে দেওয়া - এ অনেক বড় ভুল । কল্প লাখ বছরের হাতেই পারে না । পরমাৎমা সর্ববযাপী হতে পারেন না । বলা হয়, তিনি অনুপ্রেরণার দ্বারা সবকিছু করেন, কিন্তু তা নয় । অনুপ্রেরণার দ্বারা তো পবিৎর করতেই পারবেন না । সে তো বাবা সম্মুখে বসে বোঝান যে, মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । অনুপ্রেরণা শব্দ হলো ভুল । যদিও বলা হয় শঙ্করের প্রেরণায় বোম্ব ইৎযাদি তৈরী হয়, কিন্তু এটা ড্রামাতেই সর্ম্পূণ লিপিবদ্ধ আছে । এই যজ্ঞ থেকেই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো । প্রেরণা দেওয়া হয়নি । ওসব তো বিনাশের কারণে নিমিৎত হয়েছে । সবই ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । এ হলো সর্ম্পূণ শিববাবার পার্ট । এর পরে আবার পার্ট আছে ব্রহমা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের । ব্রহমা ব্রাহমণের রচনা করেন । তাঁরাই আবার বিষ্ণুপুরীর মালিক হয় । তারপর ৮৪ জন্মের চক্র সর্ম্পূণ করে তোমরা এসে ব্রহমাবংশী হয়েছো । লক্ষ্মী - নারায়ণ আবার এসে ব্রহমা - সরস্বতী তৈরী হয় । এও বোঝানো হয়েছে যে, এনার দ্বারা দৎতক নেওয়া হয়, তাই এনাকে বড় মাম্মা বলা হয় । তিনি নিমিৎত হয়েছিলেন । কলস মাতাদেরই দেওয়া হয় । সবথেকে বড় বীণা সরস্বতীকে দেওয়া হয়েছে । তিনি সবথেকে তীক্ষ্ণ । বাকি বাজনা ইৎযাদি কিছুই নয় । সরস্বতীর জ্ঞান মুরলী তীক্ষ্ণ ছিলো । তাঁর সুন্দর মহিমা ছিলো । অনেক নামই তো দেওয়া হয়েছে । দেবীদের পূজা করা হয় । তোমরা এখন জানো যে, আমরাই এখানে পূজ্য হই তারপর পূজারী হয়ে নিজেদেরই পুজো করবো । এখন আমরা ব্রাহমণ, এরপর আমরাই পূজ্য দেবী - দেবতা হবো, যথা রাজা - রানী তথা প্রজা । দেবীদের মধেয যাঁরা উচ্চ পদ লাভ করেন, তাঁদের মন্দিরও অনেক তৈরী হয়, যাঁরা ভালোভাবে পড়ে এবং পড়ায় তাঁদের নামও অনেক উজ্জ্বল হয় । তাই তোমরা এখন জানো যে, পূজ্য এবং পূজারী আমরাই হই । শিববাবা তো সদাই পূজ্য । যাঁরা র্সূযবংশী দেবী - দেবতা ছিলেন, তাঁরাই পূজারী তারপর ভকত তৈরী হয় । তুমিই পূজ্য এবং তুমিই পূজারী, এই সিঁড়ি খুব ভালোভাবে বোঝান । চিৎর ছাড়াও তোমরা কাউকে বোঝাতে পারো । যারা শিখে নেয়, তাদের বুদ্ধিতে সর্ম্পূণ জ্ঞান থাকে । ৮৪ জন্মের সিঁড়ি ভারতবাসীরাই উৎতরণ আর অবতরণ করে । ভারতবাসীরই ৮৪ জন্ম । আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার পূজারী হয়েছি । 'আমিই সেই.... সেই আমি'... এর অর্থও তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝেছো । আৎমাই পরমাৎমা, এ হতে পারে না । বাবা 'আমিই সেই আর সেই আমি' এর অর্থ বুঝিয়ে বলেছেন । আমরাই সেই দেবতা থেকে কষৎিরয় হয়েছি । 'আমিই সেই'... এর কোনো দ্বিতীয় অর্থ নেই । পূজ্য, পূজারী ভারতবাসীরাই হয়, অন্য ধর্মে কেউই পূজ্য পূজারী হয় না । তোমরাই র্সূযবংশী তারপর চন্দ্রবংশী হও । তোমরা কতো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো । আমরাই সেই দেবী - দেবতা ছিলাম । আমরা আৎমারা র্নিবাণধামে থাকি । এই চক্র ঘুরতে থাকে । দুঃখ যখন সামনে আসে তখনই বাবাকে স্মরণ করে । বাবা বলেন, আমি দুঃখের সময় এসে সৃষ্টিকে পরির্বতন করি । এমন নয় যে নতুন সৃষ্টি রচনা করি । তা নয়, আমি পুরানোকে নতুন করতে আসি । বাবা সঙ্গমেই আসেন । এখন নতুন দুনিয়া তৈরী হচ্ছে । পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । এ হলো অসীম জগতের কথা ।

তোমরা তৈরী হয়ে গেলে সর্ম্পূণ রাজধানীও তৈরী হয়ে যাবে । কল্প - কল্প যারা যেই পদ পেয়েছিলেন, সেই অনুসারে পুরুর্ষাথ চলতে থাকে । এমন নয় যে, ড্রামাতে যে পুরুর্ষাথ করেছিলে, তাই হবে । তোমাদের পুরুর্ষাথ করতে হয়, তারপর বলা হয়, কল্প পূর্বেও এমন পুরুর্ষাথই করেছিলে । সবসময় পুরুর্ষাথকেই বড় করে রাখা হয় প্রালব্ধকে ধরে বসে যেও না । পুরুর্ষাথ ছাড়া প্রালব্ধ লাভ সম্ভব নয় । পুরুর্ষাথ ছাড়া জল পানও করতে পারবে না । র্কম সন্যাস অর্থ হলো ভুল । বাবা বলেন যে, তোমরা গৃহস্থ জীবনেও থাকো । বাবা তো সবাইকে এখানে বসিয়ে দেবেন না । শরণাগতির গায়ন আছে । ভাট্টি করা হতো কারণ ওদের বিরকত করা হতো । তখন এসে বাবার কাছে শরণ নিয়েছিলো । শরণ তো দিতে হয়েছিলো, তাই না । শরণ তো এক পরমপিতা পরমাৎমারই নেওয়া হয় । গুরু আদিদের শরণ নেওয়া যায় না । যখন অনেক দুঃখ হয়, তখনই দুঃখে র্জজরিত হয়ে এসে শরণ নেয় । গুরুদের কাছে কেউই র্জজরিত হয়ে যায় না । ওখানে তো এমনিই যায় তোমরা রাবণের দ্বারা অনেক দুঃখ পেয়েছো । এখন রাম এসেছেন তোমাদের রাবণের থেকে মুকত করতে । তিনি তোমাদের শরণে নেন । তোমরা বলো, বাবা আমরা আপনার । গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা শিববাবার শরণ নিয়েছো । তোমরা বলো, বাবা আমরা আপনার মতেই চলবো ।

বাবা শ্রীমৎ দান করেন -- তোমরা গৃহস্থ জীবনে থেকে আমাকে স্মরণ করো, আর সকলকে স্মরণ করা ছেড়ে দাও । আমার স্মরণেই তোমাদের বির্কম বিনাশ হবে, এখানে শরণ নেওয়ার কোনো কথা নেই । সবকিছুই এই স্মরণের উপর র্নিভর করে । বাবা ছাড়া আর কেউই এমনভাবে বোঝাতে পারে না । বাচ্চারা বুঝতে পারে, বাবার কাছে এতো লাখ - লাখ কিভাবে এসে থাকবে । প্রজারা তো নিজের ঘরেই থাকে, রাজার কাছে তো থাকেই না । তাই তোমাদের কেবল বলা হয়, এককেই স্মরণ করো । বাবা আমরা আপনার । আপনিই আমাদের এক সেকেন্ডে সদগতির উৎতরাধিকার দেন । আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা করেন । বাবা বলেন, যারা পূর্ব কল্পে বাবার থেকে উৎতরাধিকার নিয়েছিলো, তারা এসেই আবার নেবে । শেষ র্পযন্ত সবাইকে এসে বাবার থেকে উৎতরাধিকার নিতে হবে । এখন তোমরা পতিত হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা বলতে পারো না । বাবা সব কথাই বুঝিয়ে বলেন । তিনি বলেন - আমার নয়নের মণি রৎন, তোমরা

যখন সৎযযুগে আসো, তখন তোমরা ০১ - ০১ - ০১ থেকে রাজৎব করো ।অন্যদের রাজৎব তো যখন লাখ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তখন শুরু হয় ।তোমাদের লড়াই - ঝগড়া করার কোনো দরকার নেই ।তোমরা যোগবলের দ্বারা বাবার থেকে উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করো ।তোমরা চুপচাপ থেকে কেবল বাবাকে এবং তাঁর উৎতরাধিকারকে স্মরণ করো ।এর পরের দিকে তোমরা মৌন হয়ে যাবে তখন এই চিৎর ইৎযাদি কোনো কাজে আসবে না ।তোমরা সচেতন হয়ে যাবে ।বাবা বলেন - তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বির্কম বিনাশ হবে । এখন করো বা না করো, তোমাদের ইচ্ছা ।কোনো দেহধারীর নাম - রূপে আটকে যেও না ।বাবাকে যদি স্মরণ করো তাহলে তোমাদের অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে ।যারা সর্ম্পূণ পাস করবে তারাই রাজৎব পাবে ।সবকিছুই এই স্মরণের যাৎরার উপর র্নিভর করে ।ভবিষ্যতে অনেক নতুন বাচ্চাও এগিয়ে যাবে ।আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত ।আৎমাদের পিতা তাঁর আৎমারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুৎয সারঃ-

১) কোনো দেহধারীর নাম - রূপে আটকে যেও না ।এক বাবার শ্রীমতে চলে সদ্গতি লাভ করতে হবে ।মৌন থাকতে হবে ।

২) ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য নিজে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এবং অন্যদেরও পড়াতে হবে ।পড়লে এবং পড়ালেই নাম উজ্জ্বল হবে ।

বরদানঃ- নিজের স্ব স্বরূপ এবং স্বদেশের স্বমানে স্থিত থেকে মাস্টার উদ্ধারর্কতা ভব

আজকালকার পরিবেশে প্রতিটি আৎমা কোনো না কোনো বিষয়ের বন্ধনের বশীভূত ।কেউ শরীরের দুঃখের বশীভূত, কেউ সম্বন্ধের, কেউ ইচ্ছার, কেউ নিজের দুঃখদায়ী স্বভাব - সংস্কারের, কেউ প্রভু প্রাপ্তি না মেলার কারণে, ঈশ্বরকে ডাকা চিৎকার করে, এই দুঃখের বশীভূত...এমন দুঃখ - অশান্তির বশীভূত আৎমারা নিজেদের উদ্ধার করতে চায়, তাই তাদের দুঃখময় জীবন থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজের স্ব - স্বরূপ আর স্বদেশের স্বমানে স্থির থেকে, দয়ালু হয়ে মাস্টার উদ্ধারর্কতা হও ।

স্লোগানঃ- সদা অচল - অটল থাকার জন্য একরস স্থিতির আসনে বিরাজমান থাকো ।